STUDY MATERIALS
SEMESTER -3
COURSE -6

বাহমনী রাজ্যের ইতিহাসে মামুদ গাওয়ানের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

উত্তর: বাহমনী রাজ্যের ইতিহাস কেবলমাত্র সুলতানদের অধীনে অগ্রসর হয়েছিল মনে করলে ভুল হবে। কারণ, বাহমনী সুলতান হুমায়ন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র নিজাম শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল মাতা মকসুদা জাহানের হাতে। তিনি রাজ্য পরিচালনার জন্য একটি অছি পরিষদ গড়ে তোলেন। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন মামুদ গাওয়ান। নিজাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা তৃতীয় মহম্মদ শাহ সিংহাসনে বদলে রাজ্য প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব মকসুদা মামুদ গাওয়ানের হাতে তুলে দেন। এই সময় তিনি উজীরের পদ পেলেও তাঁর হাতেই ছিল যাবতীয় ক্ষমতা।

মহম্মদ শাহ প্রাপ্তবয়স্ক হলেও মামুদ গাওয়ানকে পদচ্যুত না করে বরং প্রধান সেনাপতির পদের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইতিহাস দেখিয়েছে এর পরবর্তী ২০ বছর ধরে মামুদ গাওয়ান ছিলেন বাহমনী রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তিনজন সুলতানের রাজত্বকাল ধরে তিনি বাহমনী রাজ্যের উন্নতির জন্য বহু কাজ করেছেন। মামুদ গাওয়ান আসলে ছিলেন বহিরাগত মুসলমান, তিনি পারস্যের কোয়ান বা গাওয়ান অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং ৪৫ বছর বয়সে বাণিজ্যের সূত্র ধরে দক্ষিণ ভারতে আসেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা পারস্যের শাহের দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই উচ্চ-দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজ করার পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর ছিল।

অপদার্থ শাসক মহম্মদ শাহের সরকারকে তিনি নিজ যোগ্যতা বলে শক্তিশালী করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশাসক। তাঁর মন্ত্রীত্বকালে বাহমনী রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে। মামুদ গাওয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়নগর রাজ্যকে আক্রমণ করে পশ্চিম উপকূলে গোয়া, পূর্ব উপকূলে রাজমান্ত্রী ও কেন্দাবির অধিকার করেন। 'বুকহান-ই-মাসির' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মামুদ গাওয়ান বিজয়নগর রাজার কাছ থেকে প্রভূত ধনরত্ন, ঘোড়া, হাতি, সুন্দরী নারী, দাসী, হীরে, জহরত অধিকার করেন। তিনি সঙ্গমেশ্বর রাজ্য আক্রমণ করে কালনা দুর্গ অধিকার করেন। উড়িষ্যা আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন ও হাতি লাভ করেন।

তবে মামুদ গাওয়ান কর্তৃক গোয়া অধিকার একটা বিশেষ ঘটনা ছিল। কারণ এরফলে বাহমনী রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হয়। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাহমনীর বাণিজ্য গোয়া থেকে চলতে থাকে। তাছাড়া সামরিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও এসেছিল। গোয়া দখলের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে বাহমনীরা লাভবান হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ পণ্য উৎপাদন বেড়ে যায়। যুদ্ধের ঘোড়া পশ্চিম এশিয়া থেকে গোয়ায় আমদানি করার সুবিধা হয়। মামুদ গাওয়ান বাহমনী রাজ্যের উত্তর সীমান্তে মালব, গন্ডোয়ানা ও বেরার জয়ের চেষ্টা করেন। মালবের খলজি সুলতানদের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের পর বেরার বাহমনীর দখলে আসে। যদিও এই যুদ্ধগুলি মূলত বাণিজ্যিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখানে ধর্মের কোন ভূমিকা ছিল না।
প্রশাসনের উন্নতির জন্য মামুদ গাওয়ান বিশেষ চেষ্টা চালান। তিনি প্রশাসনে দুর্নীতি বন্ধ করেন ও সরকারি কর্মচারিদের ঘুষ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। বিচার ব্যবস্থারও পুনর্গঠন করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমুখী করেন। তিনি বাহমনী রাজ্যকে তরফ বা প্রদেশে ভাগ করেন। প্রতি তরফের শাসনভার একজন তরফদারের উপর দেওয়া হয়। প্রতি অভিজাত কর্মচারীর নির্দিষ্ট কর্তব্য ও বেতন স্থির করেন। বেতন কিছুটা নগদে, কিছুটা জাগিরে দেওয়া হত। প্রতি তরফে সুলতানের নিজস্ব খালিসা জমি ছিল।

মামুদ গাওয়ান ছিলেন বিদ্যা উৎসাহী, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিদরে একটি পাঠভবন স্থাপন করেন। এই পাঠভবনটি রঙিন টালিতে শোভিত করা হয়। এক হাজার ছাত্র ও শিক্ষক এখানে বিনামূল্যে খাদ্য ও বাসস্থান পেত। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে, তিনি 'রোজাত-উল-ইনসা' এবং 'দিয়ান-ই-আসর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। নিজে চিকিৎসা শাস্ত্র ও গণিতের আগ্রহী ছাত্র ছিলেন। স্থাপত্য ও চারুশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে বাহমনী রাজ্যে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সৎ ও নির্মল ছিল। কিন্তু দক্ষিণী মুসলমানদের ষড়যন্ত্রে তিনি সুলতান মহম্মদের হাতে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন। মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর ফলে বাহমনী শাসনব্যবস্থায় যে শুন্যতার সৃষ্টি হয় তা আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি।